[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে প্রচারসামগ্রী অপসারণ হয়নি অনেক এলাকায়

এবারই প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর সম্ভাব্য প্রার্থীদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব ধরনের প্রচারসামগ্রী সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়।

গত শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় সেই সময়সীমা শেষ হলেও মেহেরপুরের অনেক এলাকায় এখনো প্রচারসামগ্রী অপসারণ করা হয়নি।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমীর ও মনোনীত প্রার্থী তাজউদ্দিন খান মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রচারসামগ্রী সরিয়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেও সব এলাকায় নির্দেশনা পুরোপুরি মানা হয়নি।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সময়সীমা পার হয়ে গেলেও শহরের কাথুলী রোড, শামসুজ্জোহা পার্ক, হোটেল বাজার ও বড় বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এখনও পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন ঝুলে আছে। শহরের প্রধান সড়ক ও অলিগলিতেও প্রচারসামগ্রী চোখে পড়ছে। নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া সময় শেষ হলেও পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

প্রচারসামগ্রী অপসারণের বিষয়ে প্রার্থীদের মধ্যে দায়সারা মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মীদের নিজ উদ্যোগে পোস্টার সরানোর নির্দেশ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করছেন প্রার্থীরা।

সরেজমিনে আরও দেখা যায়, মেহেরপুরের কমিউনিটি সেন্টার, শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কের গেট, পৌর কবরস্থানের সামনে, বড় বাজার, হোটেল বাজার, খামারবাড়ির সামনে, কাথুলী রোড ও ফৌজদারি পাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় জামায়াতে ইসলামী জেলা শাখার আমীর তাজউদ্দিন খানের ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন ঝুলতে দেখা গেছে।

এদিকে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের অন্য কোনো এলাকায় কোনো ধরনের ব্যানার বা ফেস্টুন চোখে পড়েনি। তবে শহরের কাথুলী রোডের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর প্রচারণার স্টিকার দেখা গেছে।

এবিষয়ে সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম জানান, সব জায়গাতেই নির্বাচনী প্রচারসামগ্রী অপসারণের কথা। এখনো যদি কোথাও প্রচারসামগ্রী থেকে থাকে, আমাদের আচরণবিধি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তাঁকে বিষয়টি জানানো হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাবিত্রি, হিমসাগর আম ও মেহেরসাগর কলা

দেখতে অনেকটা চমচমের মতো, আকার লম্বা ও চ্যাপটা। খেতেও সুস্বাদু। নাম তার সাবিত্রি। সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আবেদনে ভৈগলিক নির্দেশক (জিআই) সনদ পেয়েছে মেহেরপুরের ১৫০ বছরের এতিহ্য এই সাবিত্রি মিষ্টি। অন্যান্য মিষ্টি চিনতে সমস্যা হলেও এক দেখাতে ‘সাবিত্রি’ চেনা যায়। এর গায়ে ‘সাবিত্রি’ লেখা থাকে। এটাই এ মিষ্টির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্য।

জেলার দেড়শ বছরের ঐতিহ্য সাবিত্রি মিষ্টি শুরু থেকেই ধরে রেখেছে স্বাদ ও মান। এর পেছনে জড়িয়ে আছে ব্যবসায়ী ও কারিগরদের মমতা ও পেশাদারিত্ব। তিন পুরুষ ধরে মেহেরপুর শহরে এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি তৈরি করে বাজারজাত করছেন বাসুদেব সাহার উত্তরসূরিরা। মিষ্ট্রির জনপ্রিয়তা দেখে এখন অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও সাবিত্রি মিষ্টি তৈরি করেন তবে তাদের মত মান ও স্বাদ করতে পারেন না।

সাবিত্রি মিষ্টির সুনাম দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও জায়গা করে নিয়েছে অনেক আগেই। এ অঞ্চলে বিয়ে বাড়ি কিংবা অতিথি আপ্যায়ন যেন এই মিষ্টি ছাড়া বেমানান। শুরু থেকে আজও পর্যন্ত ‘সাবিত্রী’ মিষ্টি তৈরির কারিগররা বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখেছেন।

১৮৬১ সালে মেহেরপুর শহরের কাসারিবাজার এলাকার বাসুদেব সাহা নিজ বাড়িতে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি শুরু করেন। বাসুদবে সাহাও পৈতৃক পেশা হিসেবে তিনি মিষ্টির ব্যবসায় আসেন। দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পরিমাণ অর্ডার পাই, সে অনুযায়ী দুধের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

তিনি বলেন, ‘দুধ-চিনি আর কাঠের দাম বেড়ে যাওয়া এবং সময়মতো দুধের জোগান না পাওয়ায় মাঝে মাঝে সংকট তৈরি হয়। বাপ-দাদার হাতের মিষ্টি তৈরির স্বত্ব অন্য কাউকে দিতে চাই না। যদি কেউ ভেজাল করে, তাহলে দেড়শ বছরের সুনাম ক্ষুন্ন হবে। বিষয়টি মাথায় রেখেই বহিরাগত কাউকে কাজে নেওয়া হয় না।’

অনন্ত সাহা বলেন, আমরা ‘সাবিত্রী’ ও ‘রসকদম’ মিষ্টি তৈরি করে থাকি। দুটোই মেহেরপুরের ঐতিহ্য বহন করে। প্রতিকেজি ‘সাবিত্রী’ ও ‘রস কদম’ ৫৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়।

সাবিত্রী মিষ্টির নিয়মিত ক্রেতা ইয়াসির রহমান বলেন, শুধু আত্মীয়-স্বজনদের জন্য না, বাড়িতে প্রতিনিয়ত খাওয়ার জন্যও এ মিষ্টি কিনে থাকি। এর মত স্বাদ আর অন্য কোন মিষ্টিতে পাই না।

মেহেরপুরের সিনিয়র সাংবাদিক ও জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, মেহেরপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরতে গেলে ‘সাবিত্রী’ মিষ্টির নাম চলে আসে। আমরা ছোট থেকেই এই মিষ্টির সাথে পরিচিত। ব্যবসায়ী ও কারিগরের হাত বদল হলেও জৌলুস আর সুনাম এখনো ধরে রেখেছেন কারিগররা। বাসুদেব সাহা এ মিষ্টির আবিস্কারক হলেও তার দেখাদেখি এখন অনেকেই এ মিষ্টি তৈরি করে, তবে বাসুদেবের মত স্বাদ ও মান অন্যরা করতে পারে না।

জিআই সনদ প্রাপ্তি নিয়ে মাহাবুব চান্দু বলেন, সাবিত্রি, আম বা কলাই নয় মেহেরপুরের আর ও কিছু ঐতিহ্যবাহী পণ্য রয়েছে যেগুলোও জিআই সনদ পাওয়ার উপযুক্ত।

সাক্ষাৎকার বাসুদবে সাহার নাতি অনন্ত সাহা

১৮৬১ সালে স্থাপিত হয় বাসুদেব সাহা প্রতিষ্ঠাতা তিন পুরুষ মিলে দোকান চালাচ্ছেন, প্রথমে বাসুদেব সাহা, তারপর রাবিন্দ্রনাথ সাহা, এখন বিকাশ সাহা ও অনন্ত সাহা। শুক্রবার সকালে পাওয়া যায় অনন্তসাহাকে । তিনি ক্রেতাদের কাছে মিষ্টি বিক্রি করছিলেন। মিষ্ট্রির বিক্রি ফাঁকে ফাঁকে কথা হয় অনন্ত সাহার সাথে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দিনে কত কেজি মিষ্টি তৈরি করেন? কত কেজি দুধ

ও ছানা প্রয়োজন হয়?

অনন্ত সাহা: প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ কেজি মিষ্টি তৈরি করি। এর মধ্যে সাবিত্রি ও রসকদম৷ এই মিষ্টি তৈরি করতে ১৮০ কেজি থেকে ২০০ কেচি দুধ প্রয়োজন হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: অনেকে এই মিষ্টি তৈরি করার চেষ্টা করে কিন্তু আপনাদের মতো টেষ্ট হয় না। এবিষয়ে আপনাদের কোন অভিযোগ আছে কি-না?

অনন্ত সাহা: কারো কাছে কোন অভিযোগ নেই, যে যেভাবে কাজ করছে করুক। অনেকেই চেষ্টা করছে কিন্তু আমাদের মত পারেনি ।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চাহিদা থাকা সত্বেও বেশি তৈরি করেন না কোনো.?

অনন্ত সাহা: কাঁচামালের সমস্যা, দক্ষ লোকজনের সমস্যা। এর থেকে বড় সমস্যা হলো বেশি করে তৈরি করতে গেলে মান ভালো থাকে না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: সাবিত্রি মেহেরপুরের মিষ্টি হিসেবে জি আই সনদ পেয়েছে, আপনাদের কেমন লাগছে?

অনন্ত সাহা: অবশ্যই ভালো লাগছে, এটা শুধু আমাদের জন্য না মেহেরপুরবাসীর জন্য গর্বের বিষয় । মিষ্টি নিয়ে সারা দেশে আমাদের সুনাম রয়েছে, এবার সুনামের সাথে সরকারি স্বীকৃতও মিলল।

হিমসাগর আম

সাবিত্রি মিষ্টির সাথে মেহেরপুরের দুটি কৃষি পণ্য হিসেবে হিমসাগর আম ও মেহেরসাগর কলাও পেয়েছে জিআই সনদ। মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আবদনে এ দুটি কৃষিপণ্যকে জিআইসনদ দেওয়া হয়েছে। স্বাদে গন্ধে মেহেরপুরের হিমসাগর আম সারাদেশে আমপ্রেমিদের মন জয় করেছে অনেক আগে। একটি স্বাভাবিক আমের ওজন ২৫০ থেকে ৩৫০ গ্রাম হয়ে থাকে যার ৭৭ শতাংশই হল রসালো অংশ, বাকি ২৩ শতাংশ আঁটি। আঁশবিহীন আম হিসেবেও এর কদর অনেক। বাগানে বাগানে হিমসাগর আম গাছের ছড়াছড়ি। গত কয়েকবছর ধরে মেহেরপুরের হিমসাগর আম মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য করে উৎপাদন করতে পারলে হিমসাগর আম রপ্তানিতে গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবীদ সনজীব মৃধা কালের কণ্ঠকে বলেন, মেহেরপুর জেলা ২৫০ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়। এসকল আমচাষ থেকে ফলন হয় ৪০ হাজার মেট্রিক টন। টাকার মূল্যে ১২০ কোট টাকার আম উৎপাদন হয় প্রতিবছর।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুরের হিমসাগর আম অন্যরকম বৈশিষ্ঠ হলো এটিতে কোন আঁশ নেই এবং খুবই সুস্বাদু। যা অন্যান্য জেলার হিমসাগর আম থেকে আলাদা করে চেনা যাবে। চলতি বছর থেকে যাতে আমাদের হিমসাগর আম রপ্তানিতে ভালো বাজার পেতে পারে সে ব্যাপারে চাষীদের সাথে আমরা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছি।

মেহেরপুরের সব থেকে বড় হিমসাগর আম চাষী শহরের মহিলা কলেজ পাড়ার সাইদুর রহমান শাহিন সদর উপজেলার সুবিধপুরে তাঁর ৩০ বিঘা জমিতে ১৭৭টি হিমসাগর আমের বাগান রয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৬ সাল থেকে আমি হিমসাগর আম রপ্তানি করার লক্ষ্যে কৃষি অফিসসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে কাজ করছি। ২০১৭ সালে আপনি কালের কণ্ঠ পত্রিকায় আমাদের হিমসাগর আম নিয়ে বড় প্রতিবেদন করেছিলেন। এছাড়াও বেশ কয়েকটি পত্রিকায় প্রতিবেদন হয়। এসকল প্রতিবেদন গুলো সাবেক কৃষি সম্প্রসারণ উপপরিচালক বিজয় কষ্ণ হালদার অফিসিয়াল খরবে জিআই সনদের জন্য আবেদন করেছিলেন। অবশেষে আমরা সেই জিআই সনদ পেলাম। এটা আমাদের জন্য অত্যান্ত আনন্দের। আমরা এই হিমসাগর নিয়ে আরও কাজ করতে পারবো।

মেহেরসাগর কলা

মেহেরপুর সবজির পাশাপাশি চাষীরা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জাতের কলা চাষ করে থাকেন। তার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী কলা হচ্ছে মেহেরপুর সাগর। জেলা প্রতিবছর গড়ে ৩০০ হেক্টর জমিতে কলা চাষ করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে অধিকাংশ কলা মেহের সাগার জাতের। সুস্বাদু জাতরে কলা যার গাছ মজবুত, ফলন ভালো হয় এবং রোগবালাই কম হওয়ায় মহেরেপুর সাগর কলা চাষীদরে কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।◌ে এবং এটি লাভজনক ফসলে পরণিত হয়ছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের কলাচাষী সানোয়ার হোসেন বলেন, মেহের সাগর কলা সুস্বাদু এবং এটি লাভজনক ফসল। এ ফসল চাষের পাশাপাশি সাথি ফসল চাষ করা হয়। তিনি বলেন, আমি ৭ বিঘা জমিতে মেহেরসাগর কলা চাষ করেছি। শুরু থেকে ফসল হার্ভেস্টিং পর্যন্ত এক বছর সময় লাগে। এর মধ্যে ৬ মাসের একটি সাথী ফসল চাষ

করা যায়। সব মিলিয়ে যে খরচ হয় তা সাথী ফসলে উঠে আসে। আশা করছি ৭ বিঘা জমি থেকে বছর শেষে আনুমানিক ১০ লাখ টাকা লাভ হবে।

সানোয়ার হোসেন বলেন, মেহেরপুরের কলা উৎপাদন দেখে আশেপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের কাছে থেকে চারা নিয়ে যাচ্ছেন কয়েকবছর ধরে। কিন্তু আমাদের মত তারা ফলন পাচ্ছে না। যে কারণেই মেহেরপুরের জন্য মেহের সাগর বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। নতুন করে জিআই সনদ পাওয়ায় এর কি সুফল আমরা পাবো সেবিষয় এখনো পরিস্কার হতে পারিনি । তবে আশা করছি চাষীরাও উপকৃত হবে।

মেহের সাগর কলা নিয়ে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবীদ সনজীব মৃধা বলেন, মেহেরপুরে কলা চাষের একটি বড় বাজার রয়েছে। বছরের ১৫০ কোটি টাকা কলা বাজার জাত হয়েছে। ৩০০ হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় যা থেকে উৎপাদন হয় ১ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন কলা।

সনজীব মৃধা বলেন, যেহেতু আমরা কলা নিয়ে জিআই সনদ পেয়েছি। এখন এটা নিয়ে যাতে কৃষকরা ভালো বাজার পান সে বিষয়ে কাজ করা হবে।

মেহেরপুরে উদীচীর উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মোমবাতি প্রজ্বালন

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে বীর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিবছরের ন্যায় উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের উদ্যোগে মোমবাতি প্রজ্বালন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটে শহীদ ড. শামসুজ্জোহা পার্কের শহীদ মিনারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মোমবাতি প্রজ্বালনের মাধ্যমে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের সভাপতি সুশীল চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম কানন, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রমা ব্যানার্জী, রাজন, রাজিয়া সুলতানা, আরাত্রিকা চক্রবর্তী, মাহফুজসহ উদীচীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা।

মেডিকেল-ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত, এক ক্লিকেই জানুন ফলাফল

অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেলে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল প্রকাশ করে। এবারের ভর্তি পরীক্ষায় পাসের হার ৬৬.৫৭ শতাংশ।

এর আগে ফলাফল চূড়ান্ত করতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ (ডিজি) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সভায় বসেন। সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় ওএমআর মেশিনে খাতা মূল্যায়ন শেষে মেধা ও পছন্দক্রম অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীদের কলেজ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফলাফল দেখুন:শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে খুব সহজে ফলাফল জানতে পারবেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgme.gov.bd), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dghs.gov.bd) এবং সরাসরি (https://result.dghs.gov.bd/) লিংকে ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। ওয়েবসাইটে ‘MBBS Result 2025-2026’ অপশনে গিয়ে রোল নম্বর সাবমিট করলেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেখা যাবে। এছাড়া ওয়েবসাইটের নোটিশ বোর্ডে মেধাতালিকার পিডিএফ কপিও প্রকাশ

করা হয়েছে।

গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত এই ভর্তি পরীক্ষায় ১ লাখ ২২ হাজার ৬৩২ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে ছেলে ৪৯ হাজার ২৮ জন এবং মেয়ে ৭৩ হাজার ৬০৪ জন। পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ছিল ৯৮.২২ শতাংশ।

এ বছর সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজ মিলিয়ে মোট আসন রয়েছে ১৩ হাজার ৫১টি। এর মধ্যে সরকারি মেডিকেল কলেজে ৫ হাজার ১০০টি এবং ডেন্টাল ইউনিটে ৫৪৫টি আসন রয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৬ হাজার ১টি এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে ১ হাজার ৪০৫টি আসন রয়েছে।

সূত্র: DUAA NEWS

মেহেরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ, দোয়া ও মোনাজাত এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

রবিবার সকাল ১০টার দিকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

আলোচনা সভার আগে সকালে মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপী ইবনে সাজ্জাদ,

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খাইরুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

গাংনীর বামুন্দিতে সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুল ছাত্র নিহত, আহত-২

মেহেরপুরের গাংনীতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাকেশ আহমেদ (১৮) নামের দশম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এঘটনায় আহত হয়েছে ২ জন।

রবিবার সকালে উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাকেশ আহমেদ উপজেলার তেরাইল গ্রামের মো: কমিরুল ইসলামের ছেলে। সে স্থানীয় বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র। আহতরা হলেন, মেহেরপুরের আব্দুল বাকীর ছেলে অভিক আহমেদ(২৮), শয়ন আলী (১৬)।

স্থানীয়রা জানান, রাকেশ আহমেদ তেরাইল থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে দ্রুত গতিতে বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি দ্রুত গতির মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।ঘটনাস্থলে রাকেশ গুরুতর আহত হলে তাকে স্থানীয় একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আহত শয়নের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। আহত অভি স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী হাসেম আলী বলেন, দুটি মোটরসাইকেল বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা

করেন।অন্যদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। তিনি আরও বলেন, বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে অটো ভ্যানগুলো যত্রতত্র অবস্থায় রাখার কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে।তবে প্রশাসনিকভাবে এর কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে দুর্ঘটনার সংখ্যা আরো বাড়বে।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম জানান, বামন্দী বাসস্ট্যান্ড সড়ক দুর্ঘটনায় একজন স্কুল ছাত্র মারা গেছে। আরও দুজন আহত হয়েছে।

বামন্দী বেসরকারি সেন্ট্রাল হাসপাতালের চিকিৎসক মাহফুজুর রহমান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়া রাকেশ আহমেদ নামের একজন মারা গেছে। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। আহত একজনকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এবং একজন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরে ৩৬শে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ

মুজিবনগরে ৩৬শে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাবের আয়োজনে আজ শনিবার বিকেলে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স ফুটবল খেলার মাঠে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৩শে অক্টোবর ১৬টি দল নিয়ে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম রাউন্ড, দ্বিতীয় রাউন্ড, সেমিফাইনাল এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণী খেলা শেষে শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় কাঙ্ক্ষিত ফাইনাল। ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাব একাদশ, মেহেরপুর গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া নোমান টেলিকম একাদশকে টাইব্রেকারে পরাজিত করে ৩৬শে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট সিজন-১ এর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাবের সভাপতি আরিফ খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনীত মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় নাগরিক পা৬র্টি (এনসিপি) মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট শাকিল আহমেদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক এবং জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম।

৩৬শে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলকে একটি আড়াই মণ ওজনের ষাঁড় গরু, রানার্সআপ দলকে দুই মণ ওজনের ষাঁড় গরু এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে ২৫ কেজি ওজনের একটি খাসি ছাগল উপহার দেওয়া হয়।

ফাইনাল খেলায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ, ম্যান অব দ্য সিরিজ এবং শ্রেষ্ঠ গোলকিপারের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২৫শে জুলাই ফুটবল টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই খেলাটি মুজিবনগর এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রতিটি খেলায় হাজার হাজার দর্শক মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স ফুটবল খেলার মাঠে ভিড় করে খেলা উপভোগ করেন। শনিবারের ফাইনাল খেলায় মুজিবনগর উপজেলা ছাড়াও মেহেরপুর ও আশপাশের জেলা থেকে কয়েক হাজার দর্শক সমবেত হন।

দর্শকদের আগ্রহ ও উপস্থিতি দেখে জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাবের সভাপতি আরিফ খান ঘোষণা দেন যে, ২০২৬ সালের ৫ই আগস্ট ৩৬শে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট সিজন-২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে।

এবং প্রতিবছরই ৩৬শে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আসর মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স ফুটবল ম্যাচ খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগরে ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

মুজিবনগরে নেশা জাতীয় ট্যাবলেট ইয়াবাসহ মিলন কসায় নামক এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আটক মিলন কসায় মুজিবনগরের কোমরপুর গ্রামের ফরজ আলীর ছেলে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটার সময় কোমরপুর আইসি ক্যাম্পের টু আইসি এস আই মসিউর রহমান, মুজিবনগর থানার এস আই বিলাল হোসেন সহ-সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালিয়ে কোমরপুর বাজার মসজিদের পাশ থেকে তাকে একটি মোটরসাইকেলসহ আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তার নিকট থেকে ১৯ পিস ইয়াবা এবং ২ টি মোবাইল জব্দ করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসামীকে ১৯ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে

২ টি মোবাইল ফোন এবং মাদক পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত একটি মটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

আসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

মুজিবনগরে অসহায় শীতার্ত ব্যক্তিদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

মুজিবনগরে হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র) এর ১৫২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অসহায় শীতার্ত ব্যক্তিদের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে শনিবার বিকালে আনন্দবাস বিশ্বাসপাড়া খেলার মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, সহসভাপতি ইস্রাফিল রহমান, গাংনী আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ শফিকুল কার্পাস, কার্বাসডাঙ্গা জামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ মামুনুল হক, আনন্দবাস গ্রামের কৃতিসন্তান মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক গিয়াস উদ্দীন, আনন্দবাস ইটি জে বালিকা বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দীন প্রমুখ।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১২০ জন অসহায় শীতার্তদের মাঝে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়।